কৃষিই সমৃদ্ধি

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৪ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০২১ খ্রি. ❑ ১৭ ভাদ্র-১৫ কার্তিক ❑ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এ কে এম মুনিরুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল: biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০
মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০২১ বিশ্ব খাদ্য দিবস ও বিএডিসি'র ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও রক্ষার্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একইসূত্রে গাঁথা। উদ্দেশ্য একই শুধু পরিধি ভিন্ন। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি যাত্রা শুরু করে। এদিনটিতে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। গত ১৬ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ: ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন'। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএডিসি কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে নন-নাইট্রোজেন সার আমদানি করে ডিলারের মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করছে। সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বিএডিসি বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভেতরের পাতায় ....

ভালো পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে প্রচেষ্টা চলছে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..................... ০৩
শেখ রাসেলের হত্যাকারীরা পশুতুল্য ও নর্দমার কীট: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..................... ০৪
বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস পালিত..................... ০৫
বিএডিসিতে রবি মৌসুমে বীজ বিতরণ ও চাহিদা নিরূপণ কর্মশালা ২০২১ অনুষ্ঠিত..................... ০৬
বিএডিসিতে 'ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত..................... ০৭
ঢাকার নবাবগঞ্জে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিম কর্তৃক বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন..................... ০৮
বিএডিসিতে প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর অবসর উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত..................... ০৯
দারিদ্র্যবিমোচনে পানি সাশ্রয়ী ভুট্টা চাষ..................... ১০
ফলমূল, শাক-সজি, খাদ্য ও ফসলে কীটনাশক প্রয়োগের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়..................... ১৩
আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি..................... ১৮

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

ভালো পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে প্রচেষ্টা চলছেঃ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকার সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দিতে নিরলস কাজ করছে। সেজন্য, ফসলের ভালো উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা মেনে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি মেনে ফসল উৎপাদিত হলে খাবারের পুষ্টিমান যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে তেমনি পরিবেশেরও ক্ষতি হবে না।

গত ১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে “ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন” শীর্ষক কারিগরী সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে পুষ্টিকর খাবারের অভাব নেই কিন্তু সমস্যা হলো বেশিরভাগ মানুষ তা কিনতে পারে না। কারণ, মানুষের আয় সীমিত। সেজন্য মানুষের আয় বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে উন্নত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

এফএওর মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বব্যাপী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি রেজিলিয়েন্ট, ইনক্লুসিভ ও সাসটেইনেবল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, এফএও’র বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খালেদা ইসলাম, আইসিডিডিআরবি’র নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ, বাকৃবির সাবেক উপাচার্য ড. সাত্তার মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের (গেইন) নির্বাহী পরিচালক ড. লরেন্স হাদ্দাদ। প্রবন্ধে বলা হয়, কোভিডের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও খাদ্য পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনার কারণে অপুষ্টিতে ২০২২ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন খর্বাকৃতি শিশু ও ১৩ মিলিয়ন কৃশকায় শিশু যুক্ত হতে পারে। অথচ করোনার আগে দুটোই ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল।

যশোরে বিএডিসি’র সেচ কমপ্লেক্স পরিদর্শন

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও বিএডিসি’র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বিএডিসি যশোর সেচ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। বিএডিসির কনফারেন্স রুমে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে তাঁরা ভবদহ জলাবদ্ধ এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বিএডিসির চেয়ারম্যান জলাবদ্ধতা নিরসনে বিএডিসি’র কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

শেখ রাসেলের হত্যাকারীরা পশুতুল্য ও নর্দমার কীট: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের হত্যাকারীদের পশুতুল্য ও নর্দমার কীট বলে অভিহিত করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, শেখ রাসেলের মতো নিষ্পাপ দুধের শিশুকে যারা অত্যন্ত নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তারা মানুষ না, তারা হলো নর্দমার কীট ও পশুতুল্য। শেখ রাসেল দিবসে আমাদের সকলকে শপথ নিতে হবে ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে যাতে এরকম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে আর কখনো না ঘটতে পারে।

ঢাকার ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত শেখ রাসেল দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত শেখ রাসেল দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী এ কথা বলেন। ধর্মের নামে অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের বিষয়ে সচেতন ও সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়ে ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মানবতার শত্রু, ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এখনও বাংলাদেশে তৎপর। এখনও তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করে। অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে উন্নয়নের বাংলাদেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অতীতেও এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বারবার বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির উপর আঘাত করেছে ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করেছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে স্ব স্ব জায়গা থেকে সজাগ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত শেখ রাসেল দিবসে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, যারা সাম্প্রদায়িকতা লালন করে তাদেরকে বঙ্গবন্ধু পশুর তুল্য বলেছিলেন। এই অপশক্তি ও সংকীর্ণমনা পশুদেরকে আমাদের রুখতে হবে। যেকোন মূল্যে এদেরকে দেশের মাটি থেকে নির্মূল করতে হবে। শেখ রাসেল দিবসে এটিই হোক আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব ওয়াহিদা আক্তার। অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, সাবেক মহাপরিচালক জনাব হামিদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। আলোচনাসভার আগে মাননীয় মন্ত্রী শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটেন ও বিএআরসি চত্বরে তাল গাছের চারা রোপণ করেন। এর আগে সকালে বনানীতে শেখ রাসেলের সমাধিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভালো বীজে
ভালো ফসল

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপিত

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত শেখ রাসেলর ৫৮তম জন্মবার্ষিকীতে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে কেক কাটছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী প্রথমবারের মত দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তেও যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকারের নেতৃত্বে বেলা দুইটার সময় কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে কেক কাটা হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শেখ রাসেলর ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, আজ জাতির পিতার কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন। দিনটি একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার। শেখ রাসেলের জন্মদিন আনন্দের হলেও এদিন আমাদের মনে পড়ে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কথা। মাত্র ১০ বছরের শিশু রাসেল পৃথিবীর নৃশংসতম ঘটনা কেবল প্রত্যক্ষই করেনি সে নিজেও এই ঘটনার শিকার। ঘাতকরা জানতো শেখ রাসেলের শরীরে যে রক্ত প্রবাহমাণ একদিন সেই রক্ত কথা বলবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করবে। তাই তারা শেখ রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি। শেখ রাসেলের আত্মা তখনই শান্তি পাবে যদি জাতির পিতা হত্যার সমস্ত আসামীরা শাস্তি পায় এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে ওঠে।

সাবেক চেয়ারম্যান এ সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত শেখ রাসেল দিবসটি প্রথমবারের মত বিএডিসিতে আয়োজিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাদ যোহর বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং বিএডিসি'র আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেল বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট বিএডিসি'র সকল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে রবি মৌসুমে বীজ বিতরণ ও চাহিদা নিরূপণ কর্মশালা ২০২১ অনুষ্ঠিত

গত ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে ২০২১-২২ বিতরণ বর্ষে রবি মৌসুমের বীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ ও ২০২২-২৩ বিতরণ বর্ষের বীজের চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কিত কর্মশালা ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

বিএডিসিতে রবি মৌসুমে বীজ বিতরণ ও চাহিদা নিরূপন কর্মশালা ২০২১ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব তপন কুমার আইচ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) জনাব আরিফ হোসেন খান। তিনি 'বীজ বিতরণ বিষয়ে কৌশল ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বীজ বিতরণ বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব গোলাম কিবরিয়া, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব নরেশ চন্দ্র পাল, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, যুগ্মপরিচালক (বীজ বিতরণ), রাজশাহী জনাব দেলোয়ার হোসেন এবং ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক (বীজ বিতরণ) জনাব মুকসুদ আলম খান মুকুট।

'বীজ বিতরণ বিষয়ে কৌশল ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি) *জনাব আরিফ হোসেন খান*

সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলন, বীজ এখন আর অবিক্রিত থাকেনা। বিএডিসিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অতীতের মত কাজ করে যেতে হবে। আলুবীজ বিক্রয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, বিএডিসি'র বীজ কৃষকদের কাছে ব্র্যান্ড। ভালো বীজ কৃষককে দিলে জাতীয় উৎপাদন বাড়বে। যে জাতগুলোর চাহিদা বেশি সে জাতগুলো উৎপাদন করতে হবে। পুরাতন জাতকে কমিয়ে নতুন জাতগুলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। কৃষকপর্যায়ে বীজের চাহিদা নিরূপণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বীজ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচারণা বাড়াতে হবে। জেলা, উপজেলায় বীজ মেলা করতে হবে। বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অঞ্চলভিত্তিক ডিলারদের পুরস্কৃত করতে হবে। কৃষকদের চাহিদাভিত্তিক প্যাকেট তৈরি করতে হবে। এ বছর কৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিএডিসি'র সমুদয় বীজ বিক্রি হয়। সেক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে বীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

বীজ বিতরণ শীর্ষক কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ের যুগ্মপরিচালক ও উপপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসিতে ‘ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বিএডিসি’র সেচভবনে ‘ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি’র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন তালুকদার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

সেমিনারে ‘ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি’ বিষয়ে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান ও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান।

‘ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি’র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি’র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, যেকোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিএডিসি’র রাবার ড্যাম অনেক মানসম্মত। বিএডিসি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১২ টি রাবার ড্যাম ও ২ টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ফসল রক্ষা, লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যই এ রাবার ড্যামগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। বিএডিসি’র উদ্দেশ্য ফসলকেন্দ্রিক হওয়ায় সঠিক স্থান নির্ধারণ করতে হবে। রাবার ড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে নজর রেখে রাবার ড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। আগামীতে রাবার ড্যাম তৈরি করার ক্ষেত্রে আরো দক্ষতা দেখাতে হবে। নতুন কর্মকর্তাদের এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য, পাম্পের সাহায্যে পানি অথবা বাতাস সরবরাহ করে রাবার ড্যাম ফুলিয়ে সিলিন্ডার আকৃতির ড্যাম তৈরি করে উজানে পানির সংরক্ষণ/পানি প্রতিরোধ/ নোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ করার প্রযুক্তির নাম রাবার ড্যাম। রাবার ড্যামটি ফ্লেক্সিবল এবং ইচ্ছেমত উচ্চতা কম/বেশি করা যায়। সারা বছর প্রবাহমাণ চ্যানেল/ জোয়ার-ভাটা চ্যানেল বা বন্যা চ্যানেলে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। বন্যাপরবর্তী শুকনো মৌসুমে রাবার ড্যামটিতে পানি ভরে ফুলিয়ে উঁচু করে নদী বা খালের পানি আটকে রেখে জলাধার তৈরি করা হয়। বর্ষা মৌসুমে ড্যামটির পানি বের করে নদী/খালের বেডের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। ফলে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে এবং নদীতে স্বাভাবিক নৌ চলাচল (নেভিগেশন) অব্যাহত থাকে। এতে নদী বা খালের প্রবাহে কোন বাঁধা সৃষ্টি হয়না বিধায় নদীর আশেপাশে তীরের কোনো ক্ষতি হয়না।

‘ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

ঢাকার নবাবগঞ্জে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিমের বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন

ঢাকার নবাবগঞ্জে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিম কর্তৃক বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বুধবার ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিএডিসি'র বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) এর বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিমের সদস্যবৃন্দ। আইএমইডি'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ আফজল হোসেন; সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্মপ্রধান জনাব মুহা. এনামুল হক; কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান জনাব নুসরাত নোমান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান জনাব রত্না শারমীন ঝরা এবং বিএডিসি'র বৃহত্তর ঢাকা সেচ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব পরিতোষ কুমার কুণ্ডু ঢাকার নবাবগঞ্জে অবস্থিত বিএডিসি'র প্রকল্প পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিএডিসি'র সেচের বাস্তবায়িত এবং প্রস্তাবিত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন টিমের নিকট সরেজমিন উপস্থাপন করেন বিএডিসি, ঢাকা (সওকা) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সাইফুল আজম, সহকারী প্রকৌশলী জনাব তমাল দাশ এবং উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মৃত্যুঞ্জয় সরকার। স্থানীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহসভাপতি জনাব মোঃ আবুল হোসেন; আগলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবেদ হোসেন; স্থানীয় কৃষক ও উপকারভোগী জনগণ; স্কিম ম্যানেজার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বিএডিসি'র বাস্তবায়িত বাহ্রা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিম ইউনিয়নের মাইলাইল ৫-কিউসেক লো লিফট পাম্প স্কীম ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা; পুনঃখননকৃত গোবিন্দপুর-নবগ্রাম খাল ও নবগ্রাম বক্স কালভার্ট এবং প্রস্তাবিত কৈলাইল ইউনিয়নের তেলেঙ্গা ও বক্সনগর ইউনিয়নের বর্ধনপাড়া ৫-কিউসেক লো লিফট পাম্প স্কীমের স্থান পরিদর্শন করেন। পরবর্তীকালে কর্মকর্তাবৃন্দ। আগলা ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান; স্থানীয় কৃষক ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাঁরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের সাথে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ও সেচচার্জ নিয়ে কথা বলেন এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কৃষক ও কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আরও নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিএডিসিতে দুদক আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে দুর্নীতি দমন আইন বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিএডিসি'র নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দুদক আইন ও বিধিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান। প্রশিক্ষণে দুদক আইনের ইতিহাস, প্রবর্তন, বিধি, কার্যক্রম ও দুদকের কার্যাবলি বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান বলেন, দুর্নীতি রুখতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আমাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিএডিসিতে প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর অবসর উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান এর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি প্রকৌশলী ফেরদৌসুর রহমান আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, বিএডিসি'র অনেক খারাপ সময় গেছে, সে সময়ে এ সংস্থার সঙ্গে ছিলাম। ভবিষ্যতে এ সংস্থার কোনো কাজে আমাকে প্রয়োজন হলে আমি সেবা দিতে প্রস্তুত থাকবো। আমার ছেলে মেয়ে ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া করবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, জনাব ফেরদৌসুর রহমান নিরেট ভদ্রলোক এবং দক্ষ ও প্রগতিশীল কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন সমাপ্ত করেছেন। তাঁর মধ্যে সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মীতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতা ও ত্যাগী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি যেকোনো কাজে ও বিষয়ে তড়িৎ সাড়া প্রদান করতেন । তাঁর কাজের মাধ্যমে বিএডিসি উপকৃত হয়েছে। এ কারণে সংস্থার নিকট তাঁর যে আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্য তা আমরা অতিদ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য সবাই সচেষ্ট হবো।

বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান এর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনায় ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান

বিএডিসি'র নির্মাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক সভাপতিত্ব করেন। এ বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানসহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিবিএসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নাটোরে বিএডিসি'র সহায়তায় ৬৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন

২০২০-২১ অর্থবছরে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পানাসি (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ) প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪.৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ৩৬টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাসহ এলএলপি ক্ষেত্রায়ণ করা হয়েছে।

বছরের পর বছর খননের অভাবে এসব খাল মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য জলাবদ্ধতার কারণে কৃষকদের ধান বপন করতেও দেরী হতো, ধান লাগানোর পর আকস্মিক বৃষ্টি হলে পুরো মাঠ ডুবে যেতো, ফসল কাটার পর পরিবহণ করতেও সমস্যা হতো। এর ফলে কৃষকদের অনেক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো এবং তারা জমি অনাবাদী রেখে দিতো। ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয় এমপি আলহাজ্ব জুনাইদ আহমেদ পলক এই খালগুলো পুনঃখননের উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয় বিএডিসি।
এই খাল পুনঃখননের ফলে প্রায় ১৫০০০ একর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং নতুন করে ৮০০০ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। কৃষকদের সেচের খরচ সাশ্রয় করার জন্যে ৩৬টি এলএলপি পাম্প ক্ষেত্রায়ণ করা হয়েছে। এর ফলে নদী, খাল বিলের পানি সহজেই ব্যবহার করে কৃষক জমিতে সেচ দিতে পারছে।

বিএডিসির সিংড়া জোনের সহকারী প্রকৌশলী শাহ্ কিবরিয়া মাহবুব তন্ময় বলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিকনির্দেশনা এবং বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নাটোর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সিংড়া উপজেলায় রেকর্ড সংখ্যক ৬৪.৫ কি.মি. খাল পুনঃখনন করা হয়। এর ফলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে বহুলাংশে। খননকৃত খালে মাছ চাষ এবং হাঁস পালন বিকল্প পেশা হিসেবে কৃষক বেছে নিচ্ছেন; খালের পাড় দিয়ে রাস্তা হওয়ার ফলে কৃষকদের ধানের পরিবহণ সহজ এবং অর্থ সাশ্রয়ী হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, কৃষকদের সেচ খরচ সাশ্রয় এবং ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনসহ নদী ও খালে ৩৬টি এলএলপি (লো লিফট পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের প্রতি বছর কাঁচা সেচনালা তৈরির খরচ সাশ্রয় হলো এবং এ পদ্ধতিতে পানি কম লাগে বিধায় বিদ্যুৎ খরচও ৫০ শতাংশ কমে এসেছে।
সংকলিত:
বিডি২৪লাইভ ডটকম থেকে।

দারিদ্র্যবিমোচনে পানি সাশ্রয়ী ভুট্টা চাষ

মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি

২০২১ সালের মে ও জুন মাসে দাপ্তরিক সফরে দেশের সীমান্তবর্তী নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় জেলা ভ্রমণ করি। আগে শোনা যেতো উত্তরবঙ্গ মানে মঙ্গাপীড়িত এলাকা। ভ্রমণকালে এক বিচিত্র দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। উক্ত সফরে দেখা যায়, রাস্তার দুই পার্শ্বের বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে ভুট্টার চাষ হয়েছে। বর্তমানে ভুট্টার গাছ হতে ভুট্টার মোচা সংগ্রহ এবং তা বাড়ির আঙ্গিনা বা রাস্তায় মোচা হতে ভুট্টা মাড়াইযন্ত্রের মাধ্যমে ভুট্টার দানা পৃথক করা, পিচঢালা হাইওয়ের মাঝ বরাবর শুধুমাত্র একটি গাড়ি চলাচলের সংস্থান রেখে ত্রিপল বা পলিথিন বিছিয়ে কৃষক/কৃষাণিগণ হলুদ রং এর সমারোহে ভুট্টা শুকানো এবং সেই সাথে গুদামজাতকরণ কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে অনুমিত হয় বাংলাদেশের কৃষকগণ কতটুকু অভিযোজন (Adaptation) জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই সীমান্তবর্তী ভুট্টা চাষাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বিচিত্র এ দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এর 'নতুন কিছু করো' কবিতার শেষ চারটি চরণ-

ঘোড়াগাড়ি ছেড়ে এখন
বাইসাইকেলে চড়ো,
--- নতুন কিছু করো
একটা নতুন কিছু করো

বাংলার সীমান্তবর্তী জেলার কৃষকগণ নিজের অজান্তে কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "নতুন কিছু করো" কবিতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ভুট্টা দানাদার খাদ্য শস্য হিসেবে সারাবিশ্বে সুপরিচিত হলেও বাংলাদেশে এর পরিচিতি খুবই কম সময়ের। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে মেক্সিকোতে সনাতন পদ্ধতিতে ঘাস ও দানাদার শস্য হিসেবে ভুট্টা চাষাবাদ শুরু হয়। ভুট্টাকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় Corn এবং ভারতবর্ষ ও স্প্যানিশ ভাষায় Maize বলা হয় (বাংলাপিডিয়া)। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সাল হতে কম্পোজিট জাতের বীজ দিয়ে ভুট্টা চাষাবাদ শুরু হয়। তৎকালে বেশির ভাগ ভুট্টা পশুখাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কালের পরিক্রমায় সময় এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে ভুট্টা স্বগুণে মনুষ্য খাদ্যশস্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কারণ, ভুট্টায় ১২.৪% আমিষ, ৭৪% শর্করা, ৪৬১ কিলোক্যালোরি শক্তি এবং প্রতি ১০০ গ্রামে ৯০ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন বা ভিটামিন রয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি ভুট্টা চাষের উপযোগী। যা রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। প্রথমদিকে বীজের মান উত্তম না হওয়ায় ফলন কমের ফলে কৃষক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএআরআই) কর্তৃক হাইব্রিড জাতের ভুট্টা অবমুক্ত করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সাল হতে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে এদেশে ভুট্টার হাইব্রিড জাতের বীজ চাষাবাদ চালু হয়। ফলে বাড়তে থাকে একই সাথে ভুট্টার জমি ও উৎপাদন। দেশে দানাদার শস্যগুলোর মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের দিক থেকে ভুট্টার অবস্থান প্রথম। কৃষিপ্রধান এদেশে দানাদার শস্যের আবাদী এলাকা এবং মোট উৎপাদনের দিক থেকে ধানের পরই ভুট্টার অবস্থান। অপরদিকে দানাদার শস্য হিসেবে বিশ্বে ভুট্টার অবস্থান ২য়। বিশ্বে ভুট্টা উৎপাদনে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ২৩তম। এক পরিসংখানে জানা যায়, ২০০২-০৩ সনে ভুট্টার মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ১.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১২-১৩ সনে মোট উৎপাদন ২১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ এক দশকে প্রায় ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ২০১৯-২০ সনে উৎপাদন ৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ বিগত সাত বছরে প্রায় ১.৫ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিতাত্ত্বিক হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে ভুট্টার চাহিদা ৬৬.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং উৎপাদন ৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন (সূত্র: ২৫/০২/২১ ডব্লিউএমআরআই এর সংসদীয় কমিটিতে উপস্থাপিত পেপার)। বর্তমানে ভুট্টার সিংহভাগ হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু এবং মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মানুষের খাদ্য হিসেবে গমের সাথে সংমিশ্রণের আটা তৈরির প্রচলন শুরু হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের তিস্তা ও যমুনা বিধৌত চরাঞ্চলে ব্যাপক ভুট্টা চাষ হয়ে থাকে। তাই শস্য জোনিং অনুসরণ করে সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় কৃষি মৌসুমভিত্তিক কম বেশি ভুট্টার চাষ বিস্তৃতি লাভ করছে। এ সম্প্রসারণের সাথে সাথে ব্যবহার ও বিপণন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। ফলে সারাদেশে ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন শিল্প কারখানা এবং শ্রমের সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প' এর কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত গত মে, ২০২১ মাসে লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম এবং জুন, ২০২১ মাসে ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় জেলা ভ্রমণকালে সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে মঙ্গাপীড়িত সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর কৃষিতে অভাবনীয় অগ্রগতি দেখতে পাই। বিএডিসি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প এলাকার ৩টি ২-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি) এর গ্রুপ ম্যানেজার ও চাষী যথাক্রমে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (০১৭২১-৫৯৭৫৬১) ও মোঃ আব্দুর রহিম শেখ গ্রাম নিজ শেখ সুন্দর পাড়া এবং জনাব মোঃ খাজা মিয়া (০১৭৩০-৯৪৪০৫৩), গ্রাম বলিপাড়া, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট গণের সাথে বিস্তারিত আলাপ হয়। আলাপচারিতায় জানান, হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নটি নিজ শেখ সুন্দর, আরজী শেখ সুন্দর, পাক শেখ সুন্দর ও ঠেংধরা অর্থাৎ মোট ৪টি মৌজা নিয়ে গঠিত। ইতোপূর্বে সেচ সুবিধা না থাকায় অত্র এলাকায় তেমন কোন ফসলের চাষাবাদ হতো না। শুধু কিছু গম, তামাক, মাসকালাই, শাক-সবজি ও রোপা আমন ফসল উৎপাদিত হতো এবং ফলন অনেক কম হতো। আজ থেকে এক যুগের বেশি আগে পরীক্ষামূলকভাবে ভুট্টার

চাষাবাদ শুরু হয়। তিস্তার বালুময় চর এলাকায় সেচনালা তৈরি ও সেচযন্ত্র পরিবহণ সমস্যা এবং ফসলে বেশি পানির প্রয়োজন হওয়ায় কৃষকগণ শস্য উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে তিস্তার চরাঞ্চলে কৃষি জমি ও সেচের পানির বিতরণের সমস্যার কারণে চাষাবাদ বিঘ্নিত হয়। দিনের পর দিন এ সমস্যা নিয়ে চলছিল স্থানীয় কৃষকগণ।

এ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বালিময় চর এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (ডব্লিউএমআরআই), নশিপুর, দিনাজপুর কর্তৃক পানি সাশ্রয়ী অধিক উৎপাদনশীল জাতের হাইব্রিড ভুট্টা বীজ উদ্ভাবনের বর্ণিত এলাকায় কৃষিতে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সেচ বিভাগ কর্তৃক উল্লেখিত প্রকল্পটি চালুর পর সানিয়াজান ইউনিয়নটিতে ব্যাপক ভুট্টা এবং অন্যান্য রবি শস্য চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগে সীমান্তবর্তী এলাকায় দিনে একবেলা যাদের খাবার জোটানো কষ্টসাধ্য ছিল। আজ তাঁদের ঘরে বিদ্যুতের লাইট, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ, মটর সাইকেল ও গ্রামগঞ্জের হাট বাজারে চা-বিস্কুট ও অন্যান্য তৈরি খাবার স্থান করে নিয়েছে। যা আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে অকল্পনীয় ভাবনা ছিল। বর্তমানে সানিয়াজান ইউনিয়নটি বিদ্যুৎচালিত এলএলপির সাহায্যে ভূ-উপরিস্থ পানির সেচে আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ (Inter-Linking Buried Pipe) সেচ পদ্ধতি চালুর ফলে ভুট্টার চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইউনিয়নটির চারিদিকে তাকালে দেখা যায় শুধু ভুট্টা আর ভুট্টা। ভুট্টার সেচ ব্যবস্থা এবং চাষ পদ্ধতি বিষয়ে জানান ভুট্টার জমিতে মাত্র ৩-৪টি চাষ দিতে হয়। ভুট্টার বীজ ৮-১০ কেজি/একর এবং রোপন একটি বীজ সারি থেকে সারির দুরত্ব ২২ ইঞ্চি, গাছ হতে গাছের দুরত্ব ১০ ইঞ্চি। ভুট্টার জীবনকালে জমিতে ৩-৪টি সেচ লাগে। যা যথাক্রমে ১ম সেচ-বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে (৪-৬ পাতা পর্যায়), ২য় সেচ-বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (৮-১২ পাতা পর্যায়), ৩য় সেচ-বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়) ও ৪র্থ সেচ-বীজ বপনের ৮৫-৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূর্ব পর্যায়) দিতে হবে। প্রতি সেচে চাষিদের খরচ ৪০০ টাকা/একর। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৪টি সেচে খরচ প্রতি মৌসুমে ১৬০০ টাকা/একর। যা রবি মৌসুমে বোরো ধানের সেচ খরচের ২৫%। ভুট্টার ফুল ফোঁটা ও দানা বাঁধার সময় কোনক্রমেই জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, বিএডিসি সানিয়াজান ইউনিয়নে মোট ১০টি এলএলপির আন্তঃসংযুক্ত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করেছে। আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে যদি কোন একটি সেচযন্ত্র যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে যায় তবে নিকটবর্তী পাম্পের পানিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়। ভূ-উপরিস্থ পানির আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে সেচ খরচ, সার ব্যবহার, সময় ও পানির অপচয় অনেক কমেছে। এছাড়াও জমিতে আগাছা হলে তা দমনে নিড়ানি বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। সারের পরিমান-১ম ডোজ-ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি করে এবং প্রতি একরে জিপসাম-৫০ কেজি, বোরন-৪.০ কেজি, জিংক-৬.০ কেজি ও ম্যাগনেসিয়াম-১০ কেজি প্রয়োগ করা হয়। ৩৫-৪০ দিন পর ২য় ডোজ-প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম করে ইউরিয়া ও টিএসপি প্রয়োগ করা হয়। ৬০-৬৫ দিন পর ৩য় ডোজ-শুধুমাত্র প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়। যা মাটির গঠনও বুণট ভেদে সেচের সংখ্যা ও সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। ভুট্টা পরিপক্ক হলে মোচা সংগ্রহের পর জ্বালানি হিসেবে ভুট্টার গাছ কর্তন বা ট্রাক্টর দিয়ে জমিতে মিশিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়। ভুট্টার মোচা হতে দানা পৃথক করার জন্য ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ভুট্টার উৎপাদন প্রতি শতাংশে প্রায় ১.৫ মণ (প্রায় ৫৫-৬০ কেজি) পাওয়া যায়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭৫০-৮০০ টাকা প্রতিমণ। ভুট্টায় সাধারনত আন্তঃফসল হিসেবে দুই সারির মাঝের কেলেতে সরিষা, মরিচ, মুলা, লালশাক ও নাপা শাক চাষ করা হয়ে থাকে। তাই অন্য কোন ফসলের চেয়ে ভুট্টা অনেক বেশি লাভজনক। তবে ভুট্টা চাষের মুল সমস্যা হলো বীজ। তবুও আজকের আধুনিক লাগসই ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি আমাদের আর্শীবাদ হয়ে এসেছে।

উক্ত ভ্রমণকালে এবং পরবর্তীতে আলাপ হয় প্রচার বিমুখ, স্বল্পভাষী, প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলী ড. মোঃ এছরাইল হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর মহোদয়ের সাথে তাঁর কর্মস্থলে ও সেল ফোনে। আমার জানা মতে, তিনি একাধারে একজন সার্থক কৃষি প্রকৌশলী ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং যার ছোঁয়ায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ফার্ম মেশিনারিজ এন্ড পোস্ট-হারভেস্ট প্রসেসিং বিভাগে ভুট্টা মাড়াইযন্ত্রসহ অনেক আধুনিক লাগসই ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের সফল কৃষিমন্ত্রী তাঁকে ভুট্টার নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত বর্ণিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রকৌশলী ড. মোঃ এছরাইল হোসেন জানান, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে প্রতিষ্ঠানটি মোট ৯টি মুক্ত-পরাগায়িত এবং ১৯টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে। জাতগুলোর উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ৫.৫-৭.০ মে. টন/হেক্টর ও ৭.৫-১৩.০ মে. টন/হেক্টর। তন্মধ্যে খরা, তাপ ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও স্বল্প সেচের চাষোপযোগী জাত রয়েছে। তিনি আরও জানান, মুজিববর্ষে ডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা-১ এবং ডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড বেবিকর্ণ-১ জাত অবমুক্ত করেছে। প্রতিটি জাত বিএডিসিতে মাল্টিপ্লিকেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। মনুষ্য খাদ্য হিসেবে বেবিকর্ণ, খৈ ভুট্টা ছাড়াও গমের সাথে ভুট্টার সংমিশ্রণে আটা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, ভুট্টা হতে উচ্চমূল্যের খাবার কর্ণ ফেক্স, কর্ণ চিপস ও কর্ণ সিরাপ তৈরি হচ্ছে। ভুট্টার দানায় ৪-৬% মূল্যবান তেল রয়েছে-যা পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং

স্বাস্থ্যসম্মত। এতে কোন আমিষ বা শর্করা নেই, রয়েছে শতকরা ১০০ ভাগ চর্বি। যার পুষ্টিমান অন্যান্য ভোজ্য তেলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। ভুট্টার সবুজ ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পশুখাদ্য বা সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও ভুট্টা পশু, হাঁসমুরগী ও মৎস্য এর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ভুট্টা টেক্সটাইল ও কাঁচ শিল্পে প্রচুর পরিমানে স্টার্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার গাছ, মোচা জ্বালানি ও কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা যায়। তিনি জানান, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভুট্টা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আগামী দিনে ব্যবহারের অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। তাই ভুট্টা একটি সম্ভাবনাময় ফসল।

কৃষির এ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও অর্থ বিনিয়োগ। আমাদের দেশের দুর্গম চরাঞ্চলগুলো সবসময় সবারই দৃষ্টি সীমার বাইরে থাকে এবং বরাবরই উন্নয়ন বঞ্চিত। তাই অবহেলা, উপেক্ষা ও বঞ্চনার মাত্রাও বেশি। চরে বসবাসরত জনগোষ্ঠির বৃহৎ অংশ অতিদরিদ্র এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১.০-১.২% চরা ভূমি এবং প্রায় ৩২টি জেলার ১০০টিরও অধিক উপজেলার অংশ বিশেষ। যার পরিমাণ প্রায় ১.৭০ লক্ষ হেক্টর। আর এ কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করতে হলে প্রথমে চরের কৃষকদের বিভিন্ন ধরণের কৃষি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। চরের বিপুল জমিতে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে, খাদ্য নিরাপত্তাসহ পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যমানের উন্নয়ন ঘটবে। তাই সরকারি পর্যায়ে আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির সেচ ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রথম পর্যায়ে "যমুনা ও তিস্তার চরাঞ্চল সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও জীবিকায়ন" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক চরাঞ্চলে সেচসুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নতজাতের ভুট্টা উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যেতে পারে। উক্ত প্রকল্পের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে দেশের যেসব এলাকায় (বরেন্দ্র, উপকূলীয় ও পাহাড়ি) সেচের পানির সমস্যা রয়েছে সেখানে পানি সাশ্রয়ী ভুট্টা চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। ফলে কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের ফেনীর সোনা গাজীতে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চালে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প' পরিদর্শন

গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ফেনী জেলার সোনা গাজী উপজেলায় চর দরবেশ মৌজায় প্রস্তাবিত ''বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন'' প্রকল্প পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ খামার আধুনিকীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন, উপপরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি ফেনীর উপপরিচালক (বীউ), জনাব মোঃ সৈয়দ সরোয়ার জাহান।
সোনা গাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সোনা গাজী উপজেলার সুবিধাভোগী জনসাধারণ।

প্রস্তাবিত উক্ত বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেন বিএডিসি, কুমিল্লা ও প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা যুগ্ম-পরিচালক (বীপ্র) জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস। তিনি পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খামারটি বাস্তবায়নের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা একনেকে বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমাকৃত ডিপিপি এর সার-সংক্ষেপ তৈরি করে চেয়ারম্যানকে উপস্থাপন করেন। খামার পরিদর্শনকালে ছোট ফেনী নদী পার হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে খামারের

প্রস্তাবিত ''বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন'' প্রকল্প পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

চারদিকের সীমানা, প্রস্তাবিত খামারের মধ্যে ২টি পুকুর খনন, ৩টি খাল খনন, ৭.৫ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ, ৩০কিঃ মিঃ বারিড পাইব স্থাপন, ৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন, উঁচু নিচু ভূমির মাটি সমতলকরণ, ভূমির শ্রেণি বিন্যাস, মাটির প্রকৃতিসহ সারা বছর উৎপাদিত ফসলের বর্ণনা প্রদানের মাধ্যমে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবহিত করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় অতি দ্রুত প্রস্তাবিত খামারটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফলমূল, শাক-সব্জি, খাদ্য ও ফসলে কীটনাশক প্রয়োগের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়

মোঃ আবীর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, মানসম্মত বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রকল্প, বিএডিসি

আমরা জানি, বর্তমান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রনয়ণকৃত বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে অন্যতম একটা এজেন্ডা ছিল দেশের মানুষের জন্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রোগ প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের বিকল্প নেই। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিতে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দেশে বর্তমানে এ লক্ষে ব্যপকভাবে কাজও শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৬/১২/১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউ এর সেচ ভবন, বিএডিসি চত্বরে শুরু হয় নিরাপদ সব্জির বাজার। খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার-কতটা নিরাপদ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আমার এই তথ্য অনুসন্ধান। স্বাস্থ্যসচেতনরা সময় করে পড়বেন আশা করি।

শাক-সব্জি ও ফল-ফসলে বালাইনাশক/কীটনাশকের ব্যবহার অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে বিভিন্ন জাতের উচ্চ ফলনশীল ফল ফসলের চাষাবাদের উপর জোর দেয়া হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। এই উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদের সঙ্গে সহায়ক উপকরণ হিসেবে যুক্ত হয়েছে রাসায়নিক সার, বালাইনাশক ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার। পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমনের জন্যে বিভিন্ন ফসল চাষ ও সংরক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে যত্রতত্র ও নিয়ন্ত্রনহীনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে নানান ধরনের বালাইনাশক। এক গবেষণায় দেখা গেছে উৎপাদন পর্যায়ে ফলের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাত্রার ১০-১৫ গুণ ও সবজির ক্ষেত্রে ৮-১০গুণ বেশী মাত্রায় বালাইনাশক/কীটনাশক এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। ফল পাকানো, ফল সংরক্ষণমতা বাড়ানো এবং ফলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন প্রকারের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদিও হর হামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আমরা এক ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছি। এসব ক্ষতিকর কেমিক্যাল উদ্ভিদের মূল ও পাতার সাহায্যে উদ্ভিদের ভেতর প্রবেশ করে, ফল ফসল ও সবজিকে বিষাক্ত করে তোলে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ সকল ফল-ফসল-সবজি খেলে মানুষের লিভার আক্রান্ত হওয়াসহ স্নায়ুরোগ, রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, ইনফার্টিলিটি, গর্ভপাত, পঙ্গু সন্তান জন্ম প্রভৃতি জটিলতা তৈরি হতে পারে। এছাড়াও অপ্রয়োজনীয় ও নিয়মবর্হিভূতভাবে কীটনাশক জমিতে ব্যবহারের ফলে শস্যের উপকারী পোকা-মাকড় ও অনুজীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে, যা আমাদের ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ। অপরদিকে পেস্টিসাইডের ব্যবহার ব্যাতিরিকে বাণিজ্যিকভাবে ফল ফসল উৎপাদন বেশ কঠিন। তাই ফসলের ফলন বৃদ্ধি করতে/বাণিজ্যিক চাষাবাদে পেস্টিসাইড ব্যবহার করতে হলে সেটা অবশ্যই জুডিসিয়ালি এবং নিয়মকানুন প্রতিপালন করেই করতে হবে যাতে উৎপন্ন ফল-ফসল নিরাপদ হয়। অসুবিধার বিষয়টি হলো আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ হারে বারবার ফসলে কীটনাশক স্প্রে এবং নিরাপদ অবস্থায় আসার আগেই শাক-সব্জি আহরণ ও বাজারজাত করে থাকেন। গোটা পৃথিবীতে সবচে বেশী পেস্টিসাইড ব্যবহৃত হয় আমেরিকাতে। আবার এশিয়ার মধ্যে জাপানে সবচে বেশি পেস্টিসাইড ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু সেখানে নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রতিপালন করায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। অন্যদিকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচে কম পেস্টিসাইড ব্যবহার করেও আমরা এ সংক্রান্ত নিয়মকানুন না জানা/না মানার কারনে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারছি না।

পেষ্টিসাইডের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা/ সর্বোচ্চ রেসুডিয়াল লিমিট (MRL) ও নিরাপদ সময়কাল (Withdrawl Period) জেনে ও মেনে ফল -ফসল-শাকসব্জি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাত নিশ্চিত করতে পারলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সহজতর হবে। এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রয়োগের ৩ দিন পর হতে কীটনাশকের তীব্রতা উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকে এবং ৫দিন পর বেশীরভাগ কীটনাশকেরই রেসিডিউ/অবশিষ্টাং নির্ধারিত সহনীয় মাত্রার নীচে চলে আসে অর্থৎ কীটনাশক প্রয়োগের ৫ দিন পর অধিকাংশ ফসল মোটামুটি নিরাপদ অবস্থায় চলে আসে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে কুইনালফস (সীম), ডায়াজিনন (বেগুন), ডাইমিথিওয়েট (বরবটি), ফেনিট্রোথিওন (বেগুন), মেলাথিওন (ফুলকপি) এর উপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এবং সেখানে প্রয়োগের ৫ দিন পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, নির্ধারিত MRL (Maximum residual limit) যথাক্রমে কুইনালফস, ডায়াজিনন ও ডায়মিথিওয়েট ০.২ (ppm), ফেনিট্রেথিওন ০.৫ (ppm) এবং মেলাথিওন ০.৩ (ppm) এর থেকে অনেক কম পওয়া গেছে অর্থৎ সব ক্ষেত্রেই সবজিগুলিকে নিরাপদ বলা হয়েছে। অপরদিকে যে বালাইনাশকের এলডি-৫০ যত বেশী সেটা ততটাই নিরাপদ। ২০০০ সালের পর থেকে নিরাপদ পেস্টিসাইড গোটা বিশ্বেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা বিশ্বে যত পেস্টিসাইড ব্যবহৃত হচ্ছে সেটার মাত্র ০.০২% ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে আর এশিয়ার মধ্য হেক্টর প্রতি সবচে কম পেস্টিসাইড ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে (হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি)। ক্ষতির তিব্রতা অনুযায়ী বালাইনাশক চার ধরনের হয়ে থাকে-

Extremly Hazardous pesticides, Highly Hazardous Pesticides, Moderately Hazardous Pesticides, Less Hazardous Pesticideং। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য পেষ্টিসাইড ব্যবহারের পূর্বে সংশ্লিষ্টদের এ সব বিষয়ে ধারনা থাকা দরকার।

অজৈব বালাইনাশকের ক্ষেত্রে করণীয়

* উৎপাদিত ফসলে বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের কমপক্ষে ৫ দিন পর যেন চাষিরা ফসল আহরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণার পাশাপাশি চাষিদেরকে ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে যাতে তারা নিরাপদ সময়কাল (withdrawl period) মেনে ফল ফসল উৎপাদন করে।

* Less Hazardous Pesticides / Less residual effect যুক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করা। যেমন : একতারা

* কার্বোফুরান, গ্লাইফোসেট, প্যারাকুয়েট জাতীয় Highly hazardous যে সমস্ত pesticides এখনো বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দ্রুত অনুসন্ধানপূর্বক নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

* জৈব উপায়ে বালাই নিয়ন্ত্রণ ---

* জৈব বালাইনাশক ও জৈব সার ব্যবহারে চাষিদের উৎসাহিত করতে হবে।

* Good Agricultural practice (GAP) অনুসরণ করা।

* আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে যান্ত্রিক ও প্রাকৃতিকভাবে বালাই দমনের সমন্বিত পদ্ধতির (IPM) প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

* রোগ প্রতিরোধে চারা ও বীজ ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে শোধন করা।

* নিয়মিত নজরদারির মাধ্যমে ফসলে পোকার ডিমের গাদা / শূককীটের গাদা বেছে নষ্ট করা।

* শস্য ক্ষেতের আইল বা মধ্যে পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পতঙ্গভুক পাখি ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ খেয়ে নষ্ট করে।

* ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথ মেরে পোকার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা। পৃথক পৃথক কীটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফেরোমেন ক্যাপসুল ব্যবহার করতে হবে। যেমন - বেগুনের ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকার বিরুদ্ধে লিউসি লিউওর, ধানের মাজরা পোকা দমনের জন্য স্কিরপো লিউওর, পাতা খাওয়া /গাছ খাওয়া পোকার জন্য স্পোডো লিউওর ইত্যাদি ফেরোমেন ক্যাপসুল ব্যবহার করা।

* জৈব বালাইনাশক হিসাবে সহজপ্রাপ্য নিমপাতার নির্যাস/নিমতেল/পদ্মগুলন্চের নির্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে----

নিমপাতার নির্যাস প্রস্তুত প্রনালী - ১০০ গ্রাম নিমপাতা ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে ভালভাবে থেঁতো করতে হবে। তারপর ২৫ গ্রাম প্রতি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৮-১০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে অল্প সাবানগুঁড়ো মিশিয়ে পরিমানমত পানিসহ স্প্রে করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের শোষকপোকা ও পাতাখেকো পোকার নিয়ন্ত্রণে এই জৈব বিষ খুব কার্যকরী।

* নিমের বীজগুঁড়ো নিমাটোড ও অন্যান্য মাটিতে বসবাসকারী কীটের বিপরিতে খুব ভাল কাজ করে বিধায় তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

* বালাই সহনশীল জাতের ব্যবহার করা।

খাদ্য সামগ্রীতে ফরমালিন প্রয়োগ

বর্তমানে ফরমালিন বিষয়ে জনমনে এতটা আতঙ্ক যে, আমাদের দেশের খাদ্যে যে কোন ধরনের রাসায়নিক বা আন্যান্য উপকরণের প্রয়োগকেই এক কথায় ফরমালিন প্রয়োগ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক/উপকরণের মিশ্রণের পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে জনমনে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় ফল, সব্জি কিংবা দুধ, মাছ, মাংশ ইত্যাদিতে যা-ই প্রয়োগ করা হোক না কেন তা মানুষ শুধুমাত্র ফরমালিন প্রয়োগ হিসাবেই ধরে নেয়, যা আদৌ সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ফরমালিন হচ্ছে ৩৭% ফরমালডিহাইডের তরল দ্রবণ যা বর্ণহীন ও ঝাঁঝাঁলো গন্ধযুক্ত। ফরমালিন পানিতে যেমন অতিদ্রবণীয় তেমনি এটা দ্রুত উদ্বায়ী (volatile) তরল। ফলে, কেউ কেউ না বুঝে, না জেনে, সব্জি ও ফলমূলে ফরমালিন ব্যবহার করে থাকলেও তা সতেজ বা টাটকা রাখতে কোন ভুমিকা রাখে না। কেননা, ফরমালিন উদ্বায়ী হওয়ায়, ক্রমান্বয়ে তা উবে চলে যায় এবং নির্দিষ্ট সমায়ের পর সব্জি ও ফলমূলে এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব থাকে না। বর্তমানে ফরমালিন সরাসরি মাছে ও ফরমালিন মিশ্রিত পানি দিয়ে বরফ তৈরী করে সেই বরফ মাছে ব্যবহার হয়ে থাকে। শুধুমাত্র অতিরিক্ত মাত্রার ফরমালিন মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ রসায়নিক যা একটু সচেতন হলেই এড়ানো সম্ভব।

ফলমালিন দূরীকরণে করণীয়

ফরমালিন দূরীকরণে সব ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিশেষ করে মাছ, ফল ও সব্জি ইত্যাদি খাওয়া বা রান্নার পূর্বে ভালভাবে প্রবাহমান পানিতে বা কয়েকবার পানি বদল করে ধুয়ে নিতে হবে। ফরমালিন পানিতে অতি দ্রবণীয় হওয়ায় খাদ্য সামগ্রী ফরমালিন মুক্ত হয়ে নিরাপদ হবে। বাজার থেকে ক্রয়কৃত ফল ও সব্জি অনুরূপভাবে ধুয়ে অন্ততঃ এক দিন সাধারণ তাপমাত্রায় খোলা অবস্থায় রেখে ব্যবহার করা অধিকতর নিরাপদ। তাছাড়া ফরমালিন উদ্বায়ী (Volatile) হওয়ায় যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী রান্না করে খেতে হয়, সে সব খাদ্য ৮০ ডিগ্রি সেঃ এর কাছাকাছি বা তদূর্ধ্ব তাপমাত্রায় রান্না করলে সেটা ফরমালিন মুক্ত হবে।

অপরিপক্ব ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) এর প্রয়োগ

অপরিপক্ক ফল যেমন আম, কলা ইত্যাদি পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক বিপজ্জনক রাসায়নিক পর্দাথটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত তাপে ক্যালসিয়াম র্কাবাইড মেশানো আম রাখলে তা ক্যালসিয়াম সায়ানাইডে পরিণত হয়, যা অত্যন্ত মারাত্মক বিষ। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে আর্সেনিক ও ফসফরাস (১০%) থাকে যা ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ হিসাবে ফলে কিছু পরিমান সঞ্চিত থাকে যেটা মানব দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রতিরোধে করণীয়

* শিল্প-কারখানা ছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইডের (CaC_2) আমদানী ও খাদ্য সামগ্রীতে যথেষ্ট ব্যবহার কঠোরভাবে আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

* মৌসুমের পূর্বে (মার্চ হতে মধ্য এপ্রিল) যে সমস্ত আম বাজারে আসে তা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* এতদবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

* খাদ্যে ভেজালকারীদের ধরতে হট লাইন চালু করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপ (বিএফএসএ)। ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও মজুদ দেখলেই ৩৩৩ নাম্বারে অভিযোগ করে নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্যকরণের কাজে সহযোগিতা করা।

ফল ও সবজি পাকানো ও সংরক্ষণে ইথোফেনের ব্যবহার

কৃত্রিম উপায়ে ফল ও সব্জি পাকানো ও সংরক্ষনের এই পদ্ধতিটি বেশ নিরাপদ কারন এখানে প্রকৃতিক হরমনকে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে ইথোফেন (২-কোর ইথাইল ফসফনিক এসিড) গ্রুপের যে সম্মত সামগ্রী বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায় সেগুলো হলো প্রধানতঃ রাইপেন, রাইজার, ইথরেল, হারভেস্ট, প্রমোট, টমটম, ইডেন, প্রফিট, গোল্ড প্লাস, রিমোট, গার্ডেন, এ্যাকশন ইত্যাদি। ইথোফেন একটি বিশ্ব সমাদৃত রাসায়নিক, যার অনুমোদিত মাত্রার ব্যবহার মানব দেহের জন্য কোন স্বাস্থ্যঝুকি সৃষ্টি করে না। দেশে টমেটো, পেঁপে, কলা, আনারস ইত্যাদিতে এটা ব্যবহার হয়।

ইথোফেনের ব্যবহার রোধে করণীয়

* দ্রুত এটা আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফসলওয়ারী অনুমোদিত মাত্রা ঠিক করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া দরকার যাতে বিষক্ত কার্বাইড প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বাজারের মাংশ, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, হেবি ম্যাটাল যেমন-সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক এর উপস্থিতির কথা প্রায়শ শোনা যায় যা নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

দেশের মানুষের উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার এই জনগুরুত্বপূর্ন বিষয়টি নির্বাচনী ইস্তেহারে এজেন্ডাভুক্তকরণ ও সে মোতাবেক কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমজনতার পক্ষ থেকে কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞাতা জানাচ্ছি। পরিশেষে আপনাদের যুক্তিপূর্ন মতামতের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে আরো সুন্দর ও বাস্তবমুখী হবে বলে আশা রাখছি।

শোকবার্তা

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান এর পিতা জনাব আব্দুল ফাত্তাহ বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১০.৫০ ঘটিকায় রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তিনি ৪ (চার) ছেলে ও ১ (এক) কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারি গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত। বিএডিসি পরিবার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক পরম করুণাময়ের নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে।

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বিএডিসি, ঢাকাতে সহকারী ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত জনাব রোকসানা আক্তার গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আনুমানিক রাত ১১.০০ (এগার) ঘটিকায় ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে রাজধানী ঢাকার সালাউদ্দিন স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি সৎ, দক্ষ, মেধাবী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত।

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিএডিসি-অডিট বিভাগে কর্মরত 'হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা' জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ অক্টোবর ২০২১, রোজ শুক্রবার রাত ১২.৩০ মিনিটে নিজ বাসগৃহে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ০২ (দুই) ছেলে ও ০১ (এক) কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত।

পদোন্নতি

প্রকৌশল পুল

প্রধান প্রকৌশলী

* প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদারকে প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পশ্চিমাঞ্চলের চলতি দায়িত্ব, সেচভবন, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

* নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপপ্রধান প্রকৌশলী (জরিপ ও অনুসন্ধান) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ, কে, এম আব্দুল হাইকে তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়ন, বিএডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্মরত জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলামকে তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

কৃষি পুল

মহাব্যবস্থাপক

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ও মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়াকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে কে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মপরিচালক

* যুগ্মপরিচালক (সার) চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, সিরাজগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ হাসমত আলী মিয়াকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ হুমায়ূন কবিরকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* আলু বীজ খামার, বিএডিসি, আমলা, কুষ্টিয়ায় কর্মরত জনাব মোর্শেদুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও বীপ্রকে স্থাপন প্রকল্প সুবর্ণচর নোয়াখালীতে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল আলমকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

উপপরিচালক

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) মুন্সিগঞ্জের বিপরীতে উপপরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে সংযুক্ত জনাব রণধীর বিশ্বাসকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) বিএডিসি, সিলেট এর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, নেত্রকোনায় কর্মরত জনাব আবু শাহদাৎ মোহাম্মদ. সোয়েবকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, পঞ্চগড় ও উপপরিচালক, আলুবীজ হিমাগার পঞ্চগড় পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব কর্মরত জনাব মো. আব্দুল হাইকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) ফেনী এর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (আলুবীজ), বিএডিসি, চাঁদপুরে কর্মরত জনাব মো. ফখরুল ইসলাম চৌধুরীকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) নওগাঁ এর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (উদ্যান) বিএডিসি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব আসিফ ইকবাল ছাকীকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিএডিসি'র সহকারী প্রকৌশলীদের ৪২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সহকারী প্রকৌশলীদের ৪২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ টাঙ্গাইলের মধুপুরে অবস্থিত বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এ শুরু হয়।

এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন সংস্থার ৪০ জন সহকারী প্রকৌশলী। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব শাহাবুদ্দিন তালুকদার। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বদরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বীপ্রকে, মধুপুর, জনাব ইকবাল মোহাম্মদ মুনতাসীর, উপপরিচালক (বীউ), মধুপুর, জনাব সঞ্জয় রায়, উপ পরিচালক (বীউ), ময়মনসিংহ; জনাব কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক (বীপ্রকে), মধুপুর; জনাব নিপা মোনালিসা, উপাধক্ষ্য, বিটিআই, মধুপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল জনাব শামীম দাদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষক জনাব মোঃ নুরুল আমিন।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তূপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডন থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা -খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখোনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরী করতে হবে। শীতে চারার বৃদ্ধি কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে জেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরুপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এম্ওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তমরূপে জমি পস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টি এস পি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতিমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজ বপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিঁকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষেধক রূপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানের পিতার মৃত্যুতে শোকবার্তা তুলে দিচ্ছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি'র সেমিনার হলে ২০২১-২২ বিতরণ বর্ষে রবি মৌসুমের বীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ ও ২০২২-২৩ বিতরণ বর্ষের বীজের চাহিদা নিরূপন সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ইআরপি সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন

টাঙ্গাইলের মধুপুরে অবস্থিত বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সহকারী প্রকৌশলীদের ৪২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে কেক কাটছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকারকে বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুর্লভ ছবি নিয়ে প্রকাশিত "ছবিতে বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক এ্যালবামটি উপহার দিচ্ছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের ছাদ বাগানে উৎপাদিত ডুমুর ও মাল্টা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন :২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।